R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে চৈত্র ১৪২০
৯ই এপ্রিল, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ভোট প্রচার এখনও তেমনভাবে সাড়া দেয়নি মানুষকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ভোটের চালচিত্রও সেইভাবে উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। মিডিয়ার সামনে এবার তেমন করে 'জঙ্গিপুর' না এলেও বিচিত্র সব টুকরো খবরের চমক তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এলাকার মানুষ। আপাতত বাজারের খবর, জাতীয় কংগ্রেসের অভিজিৎ আর বামফ্রন্টের মোজাফ্ফরের ডুয়েট ফাইট ভালোই জমেছে। লালগোলা, জঙ্গিপুর, সুতির কিছু এলাকায় তৃণমূলের ভোট ভালোই হবে। হজ কমিটির হর্ত্তাকর্তা এবং হাজী সাহেব বলে একটা এ্যাডভানটেজ পাচ্ছেন নুরুল সাহেব সংখ্যালঘু এলাকায়। তাদের কর্মীরা নাকি অনেক জায়গায় বলছেন – মুসলমান ছাড়া যদি ভোট না দাও তাহলে যে নমাজ, রোজা করে না, আল্লা মানে না তাকে দিবে কেন, হাজী সাহেবকেই দাও। এ চুটকী কিছু ভোট ভেঙ্গে দিতে পারে বামফ্রন্টের। তারপর দুষ্টু লোকে রটিয়ে দিয়েছে রইসুদ্দিনের দুর্বল কাঁচি আর সাহাবুদ্দিনের পুরানো ফ্যান নাকি ফাইনাল খেলার সময় মাঠেই থাকবে না। অভিজিতের হয়ে বসে যাবেন তারা। এটা সবই নাকি ছক কষে হচ্ছে। তার পাল্টা বামফ্রন্টেরও ঘর গোছানো চলছে। তৃণমূলের ও কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তারা কাজে লাগাচ্ছে। সোহরাব সাহেবকে চিৎপটাং করার কুচেষ্টায় দলেরই এক এম.এল.এ. নাকি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। হাতের ভোট অন্য বাক্সে

(শেষ পাতায়)

মির্জাপুর অঞ্চলে ব্যাপক জলকষ্ট – পঞ্চায়েতে তালা, জল পরিষেবা বিঘ্নিত গার্লস হাই স্কুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে পি.এইচ.ই–র মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেই কারণে ওখানে তিনটি ডীপের মাধ্যমে দু'বেলা জল উত্তোলন চালু আছে। প্রায় সপ্তাহের ওপর একটি পাম্প বিকল হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকার কুমোরপাড়া, ছুতোরপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি এলাকায় পানীয় জলের ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছে। বাকী দুটো পাম্পে লো ভোল্টেজ ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে জল সরবরাহ বাধা

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে রেজ্জাক মোল্লা ও সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে ওয়েলফেয়ার পার্টির ডাঃ রইসুদ্দিনের পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নুরুল ইসলাম। তাঁর সমর্থনে ৮ এপ্রিল জঙ্গিপুর বরজে পাঁচ রাস্তার মোড়ে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সি.পি.এম থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। জঙ্গিপুর গাড়ীর ঘাটে বামফ্রন্টের প্রার্থী মোজাফ্ফর হোসেনের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় ১৫ এপ্রিল বক্তব্য রাখবেন প্রাক্তন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কাছের মানুষ মনের মানুষ অভিজিত মুখার্জীকে

চিহ্নে

ভোট দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত করুন।
সৌজন্যে : সৃষ্টির পক্ষে বিকাশ নন্দ

স্পর্শকাতর এলাকায় বার বার বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের লালখানদিয়ার ভাঙরপাড়ার এক লিচুবাগান থেকে ১৮০টি তাজা বোমা পুলিশ

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে চৈত্র, বুধবার, ১৪২০

বারে বারে নূতন

চৈত্র অবসিত। বাউল বসন্ত পশ্চিম আকাশে ঝড়ের নিশান তুলিয়া বিদায়ের পথে। শেষ করিয়া গেল ফুল ফোটাইবার ক্ষ্যাপামি। তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু লইয়া আসিতেছে রুদ্র বৈশাখ। তাই প্রকৃতির আঙিনায় চলিতেছে পালা বদলের পালা। ঋতুচক্রের আবর্তনের ফলেই চলিতেছে এই পরিবর্তন। পুরাতন হইতেছে বিসর্জ্জিত, নূতনের হইতেছে বোধন। নিত্যকালের যাওয়া আসার মধ্যে চলিতেছে এই অনুবর্তন, এই বিসর্জন ও বোধন।

বাঙালীর জীবন থেকে চলিয়া যাইতেছে ১৪২০ বঙ্গাব্দ। খ্যাতি-অখ্যাতি, ঘটনা–দুর্ঘটনা, উত্থান–পতন, আনন্দ–বিষাদ, স্মৃতি-বিস্মৃতির রূপরেখা টানিয়া জীবনের বোঁটা হইতে ঝরিয়া যাইবে আরও একটি বৎসর।

আসিতেছে ১৪২১ সাল। আসিতেছে বৈশাখ। শুরু হইতেছে নূতন বৎসরের পরিক্রমা। নূতন বৎসরের প্রথম অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিবে অনেক প্রত্যাশা, সম্ভাবনার কথা। মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া যাই 'লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, কলহ, সংশয়।' নিত্য দিনের ধুমাঙ্কিত জীবনের কালিমাকে মুছিয়া আলোকের ঝর্ণা ধারায় শুচিস্নাত হইয়া উঠি কিছুটা সময়। তারপর আবার আরম্ভ হইয়া যায় জীবন জীবিকার টানাপোড়েন। ইহাই তো আমাদের একদিন প্রতিদিনের জীবন। দুঃখের, অভাবের, বেদনার বারমাস্যা তো আছেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন জুড়িয়া। তবুও বর্ষ শুরু ঐ মঙ্গলালোকে আনন্দলোকে ক্ষণিকের জন্য অবগাহন করিয়া চলি ঃ তুমি বারে বারে নূতন, ফিরে ফিরে নূতন। তোমারে জানাই স্বাগত।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা মহকুমার একটি বর্ষীয়ান সাপ্তাহিক। চলতি বৎসর তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইতেছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই পত্রিকা জনসেবায় নিযুক্ত। আমরা পূর্বসূরীদের মতই অন্যায়, অবিচারের নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কোন শক্তির কাছে নতি স্বীকার করি নাই। ইহার জন্য সময় সময় পত্রিকাটি কোন পক্ষের রোষবহ্নির শিকার হইয়াছে ; তবু সে তাহার লক্ষ্য তথা আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। আমাদের মূলধন সর্বশ্রেণীর মানুষের আন্তরিক ভালবাসা।

"ভোটানন্দ দাসে বলে –
কি মজার এ খেল রে।
গাছেতে রয়েছে কাঁঠাল,
গোঁফে দাও তেল রে – ।।"
– দাদাঠাকুর

'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের শেষ ক'দিনের দাবদাহ স্মরণ করিয়ে দেয় ওপার বাংলার গীতিকার ঁ সুরেন চক্রবর্তীর একটি প্রচলিত লোক গানের কয়েকটি কলি:

'চৈত্রের খরাতে বুঝি পুড়িল আসমান
লাঙল চলে না বাজান'
খরার তাপে কলিজা কাঁপে
হইলাম পেরেসান।'

এভাবেই মানুষের কলিজা কাঁপিয়ে চৈত্রের অবসান ঘটে। আসে নূতন বৎসর। মৌনীতাপস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনেই এক নষ্ট্যালজিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গ্রামে তখনও প্রবেশ করেনি বাস লরি ইত্যাদি যান। রাস্তাঘাট বলতে সেই বাদশাহী সড়ক। কোথাও বা মেঠো পথ। গ্রামের বাইরে দূরের রেল লাইন দিয়ে ঝিক্‌ঝিক্ ধ্বনি তুলে চলে যেত সীমিত কয়েকটি ট্রেন। সন্ধ্যার পরেই নেমে আসত ঘন অন্ধকার। বিজলী আলোর রোশনাই তখন স্বপ্নের মত। দূরদর্শন তো দূরের কথা। দু'চারজন সৌভাগ্যবান বিত্তবানদের বাড়িতে রেডিওসেট। তবুও ছিল আনন্দ। অনাবিল শান্ত পরিবেশ। পয়লা বোশেখের অনেক আগে দু-চারটি সস্তা কাগজের 'গণেশ' মার্কা কার্ড আনন্দের বার্তা বহন করে আনত। পদ্মপাতায় মোড়া বোঁদের গন্ধ। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃতের স্বাদের মত। অনুষঙ্গ হিসাবে গাজনের ঢাকের আওয়াজ। পাঁপড়ভাজা, ঝুরি, বাঁশি, সস্তা খেলনার দোকান। ছোটোখাটো একটা মেলা। বারবার মনে হয় সেই সব দিনগুলোর মধ্যে চলে যেতে। কিন্তু ছবি কত দ্রুত পালটিয়ে যায়। এখন কী গ্রাম, কী শহর পয়লা বোশেখ অন্য রূপের সাজে। পদ্মপাতায় মোড়া সেই বোঁদের স্থান দখল করেছে প্যাকেট বন্দি আধুনিক খাদ্য। গাজনের ঢাকের আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এখন ষ্টিরিও অথবা ডেকে বন্দি রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল। এছাড়া তো আছেই পপ - ডিসকো বা কোন হিন্দী ফিলিমের চটুল সুর। কাকভোর থেকেই এই বর্ষবরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তবে সব চলে যেন যান্ত্রিক লয়ে। এটা স্বীকার্য সত্য যে, পরিবর্তন আসবেই। শিক্ষা - সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-প্রথা-এ থেকে মুক্ত নয়। তবে মনে লাগে যখন দেখি পরিবর্তনটা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে। পরিবার-সমাজ- অথনীতি-রাজনীতি সর্বত্রই এই মূল্যবোধ অভাবের জ্বরে ধুঁকছে। তাই ধর্ম, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সামাজিক অসাম্য-রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বেকারত্ব, হতাশা ইত্যাদি মূল্যবোধের অবনতির জমিকে ক্রমশঃ করে তুলছে উর্বর। জীবনানন্দের ভাষায় ঃ

'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন'।

নূতন বৎসর আমাদের হৃতমূল্যবোধ জাগ্রত করুক, অনাচার বিশৃঙ্খলাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে মানবতার জয়গান গাক্ – এটাই আমাদের কাম্য।

মাইনে বাড়ার মহোৎসব

অনুপ ঘোষাল

ভোট আসছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ভোটারদের তুষ্ট করবার ফন্দিফিকির জমে উঠেছে জব্বর। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হবার আগে তড়িঘড়ি ঘোষিত (কাজে কিংবা নিছক কথায়) নানা উন্নয়নের বন্যায় জনগণ আহ্লাদে আটাশ। শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল হলে তো কথাই নেই ! সরকারি কাজের দোহাই দিয়ে রাঘব বোয়াল নেতারা হেলিকপ্টর উড়িয়ে বেরিয়ে পড়ছেন ভোটের প্রচারে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত হল কর্মচারী নামক বরপুত্রদের জন্য চড়া বেতনহার। [নির্বাচনের নানা কলকাঠি তো এইসব কর্মচারীদের হাতেই। ভোট পরিচালনা করবেন সরকারি কর্মচারী, পুর-পঞ্চায়েতের চাকরিজীবি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।] সক্কলকে খুশি করবার জন্য ভোটের ঠিক আগেভাগে ঢালাও মাইনে বাড়িয়ে দেয়া হল দেশ জুড়ে।

হয়তো বা এই লেখা পড়ে সুবিধাপ্রাপ্ত চাকরিজীবিরা ফুঁসে উঠবেন – জিনিস-পত্রের যা দাম হচ্ছে দিন দিন মাইনে না বাড়ালে চলবে কী করে ? সবিনয়ে এই অধমের গোটাতিনেক প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন ঃ মাইনে বাড়ছে বাড়ুক, কিন্তু এমন লাগামছাড়া বৃদ্ধির কি প্রয়োজন ছিল ? দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা – দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বেতনবৃদ্ধি না ঘটিয়ে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য কোনও কড়া পদক্ষেপ নিলে কী ক্ষতি হত ? তৃতীয় প্রশ্নটি আরও মারাত্মক। সরকারি কর্মচারীরা কি দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ? যাঁরা বেসরকারি ক্ষেত্রে (কোনও কম্পানী কিংবা দোকান-টোকানে) চাকরিবাকরি করছেন (অনেকের মাইনে কমেও যাচ্ছে এই মন্দার বাজারে), যাঁরা ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাচ্ছেন, কিংবা যাঁরা শ্রমিক-কৃষক – তাঁদের হবে কি ? বাড়তি মাইনে হাতে না পেতেই (শুধু খবরের দাপটেই) বাজারে জিনিসপত্রের দাম একপ্রস্থ লাফ মেরে দিয়েছে। যাদের মাইনে নেই, তাদের কী হবে এখন ? রাজ্যের কয়েক লাখ সরকারি কর্মীকে তুষ্ট রাখলেই কি ভোট-বৈতরণী পার হতে পারবেন কর্তারা ? সকলের জন্য ভাববে কে ?

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন বেড়েছে ন্যূনতম শতকরা বত্রিশ ভাগ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষ করে তথাকথিত উচ্চ পদমর্যাদার চাকরিতে) শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত মাইনে বেড়েছে।] জিনিষের দাম যে হারে বাড়ছে বেতন বাড়ছে তার চেয়ে বেশী। সমাজে সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী তৈরী করা হচ্ছে, আশা করা হচ্ছে – তারা প্রশাসনের তাঁবেদার হয়ে থাকবে। আর যারা সরকারি পে-স্কেলের আওতার বাইরে থাকল তাদের দুর্ভোগ বেড়েই চলবে দিন দিন। কঠিন থেকে কঠিনতর। (পরের পাতায়)

প্রসঙ্গ : জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলার স্মারকগ্রন্থ

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এর জঙ্গিপুর সংবাদে অধ্যাপক আশিষ রায় মহাশয় নিতান্ত কষ্টের সঙ্গেই ১৯৬৩ এর জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলার কতগুলি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন। তারই মধ্যে অন্যতম হল সেই গ্রন্থমেলার স্মারকগ্রন্থ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এ জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ প্রবাস কালে সে বইমেলার অন্যতম প্রধান সংগঠক বরুণ রায়, আশিষ রায় কিংবা সে সময়ের বহু মানুষের কাছেই সেই অসামান্য স্মারকগ্রন্থের সন্ধান করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলেও সেই বই আর চোখে দেখা হয় নি।

তবে সেই অসামান্য সংকলনটি অবশেষে দেখতে পেয়েছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ। তার বেশ কিছু পাতার প্রতিলিপিও সে সময়ে সংগ্রহ করেছিলাম নিতান্তই আন্তরিক কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর গ্রন্থসংগ্রহে এই স্মারকগ্রন্থটির ক্রম ২০২৬৩।

স্মারকগ্রন্থটিতে 'গঙ্গাভাগীরথীর দেশে' শীর্ষক রচনায় উমানাথ সিংহ জঙ্গিপুর মহকুমার একটি ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছিলেন। জঙ্গিপুর মহকুমাকে লেখক ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'গঙ্গা ভাগীরথীর দেশ' হিসাবে। এ রচনাটি যখন লেখা তখন ফরাক্কা বাঁধ হয় নি। তাই তিনি বলেছিলেন জনহীন শুষ্ক দশার কথা। সাগরদীঘি, মহীপাল, গয়সাবাদ, মোরগ্রাম প্রভৃতি জনপদ ধরে ধরে খুবই তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন উমানাথ সিংহ। সেই সঙ্গে গিরিয়ার যুদ্ধ নিয়েও একটি বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

জঙ্গিপুর মহকুমার গর্ব নলিনীকান্ত সরকার সে সময় পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমের স্থায়ী বাসিন্দা। বরুণ রায়ের একটি চিঠির জবাবে তিনি যে রচনাটি পাঠিয়েছিলেন তা মুদ্রিত হয় স্মারকগ্রন্থে। শিরোনাম 'জঙ্গীপুর মহকুমায় বিপ্লববাদ'। সে রচনায় মাণিকতলা বোমার মামলার পরবর্তী সময়ে এই এলাকায় সে ভাবে গুপ্তসমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল তার একটি বিস্তৃত এবং তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন তুলে ধরেছিলেন নলিনীকান্ত। তিনি সে সময়ের সে সকল বিপ্লবীদের কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কাঞ্চনতলার নলিনী বাগচি, জঙ্গিপুরের শ্যামাপ্রসাদ সিংহ, নিমতিতার শ্রীশচন্দ্র সরকার, জগতাই এর ভগবতীচরণ নিয়োগী, দহরপাড়ের সুকুমার মুখোপাধ্যায়, বেনিয়াগ্রামের কুলেশচন্দ্র মিশ্র ও শৈলেন্দ্রনাথ রায়। শহীদ নলিনীকান্ত বাগচী ও দুর্গাশংকর শুকুল এর সচিত্র জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল এই স্মারকগ্রন্থে। এছাড়াও ছিল শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার, কবিয়াল গুমানী দেওয়ান, কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী, শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল (ঝাকসু), শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে সচিত্র জীবনীমূলক প্রতিবেদন। এর মধ্যে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিজেই তার আত্মপরিচিতিটি রচনা করেছিলেন।

শিল্পচার্য্য ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার বিষয়ে একটি রচনা লিখেছিলেন তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি কর। জঙ্গীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী সংকলিত হয়েছিল এই স্মারকগ্রন্থে।

এছাড়াও আরও বেশ কিছু সচিত্র গুরুত্বপূর্ণ রচনা এই স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে দুঃখের বিষয় সেই রচনাগুলি সম্ভবতঃ আজ দুষ্প্রাপ্য। আশিষ বাবু সংগত কারণেই এই স্মারকগ্রন্থকে ফসিল বলে মন্তব্য করেছেন। তবে জঙ্গিপুর মহকুমায় একটু উদ্যোগ নিলে আজও গ্রন্থাকারে এই স্মারকগ্রন্থটিকে প্রকাশ করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন বেশ কিছু অমূল্য রচনা এ কালের পাঠকদের হাতে চলে আসবে তেমনি ১৯৬৩ সালের ঐ মহতি উদ্যোগ যার সঠিক স্বীকৃতির দাবীতে নানা সময়ে সংবাদপত্রে চিঠি লিখে সম্পন্ন হওয়া প্রয়াত বরুণ রায় ও তার সহযোগীদের প্রয়াসপ্রিয় সার্থকতা পাবে।

মাইনে.....

(২ পাতার পর)

জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে তারা। হাটেবাজারে সাধারণ মানুষের লোলুপ দৃষ্টির সামনে দামি মাছসব্জি ছিনিয়ে নিয়ে ঝোলায় পুরছেন উচ্চবেতনভুক কর্মচারীবৃন্দ। দরদামের তোয়াক্কা নেই। দামটাম জিজ্ঞেস না করেই কেউ-কেউ সেরা ইলিশ বা গলদাটা তুলে নিচ্ছেন সগর্বে। ছোটখাটো ব্যাপারি, চাষাভুষো, কামারকুমোর, তাঁতি, বিড়ি শ্রমিক – সকলে বাজারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকছে। বাবুরা প্রথম লটের সেরা মাল তুলে নেয়ার পর ঝরতিপড়তি জিনিসপত্র কম দামে বাগাবার চেষ্টা করবে।

সরকারের লাগাম-ছাড়া বেতন বৃদ্ধি মানুষের মধ্যে এই বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে দিনদিন। বাবুরা সরকারের দাক্ষিণ্যে আরও বাবু হচ্ছেন, আর কাবুরা দুধ সাবু খেয়ে কাঁথা মুড়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে – যদি কোনও কালে বেটা বা নাতি এমন সরকারি বরপুত্র হতে পারে!

আপনী সরকার

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কিযে ছাই ধানাই পানাই
সারাদিন করছে বড়াই,
দেশটা যে বমকে গেছে
সেদিক কারুর গা-নাই !
এরা সব নিজেই মোড়ল
ভোটের দোরে করছে কি-গোল!
সামনে ভোট, ব্যস কি মজা,
একটা দিন সবাই রাজা।
তুমি আমি কিম্বা জগা
পাগলা ফটিক অগা-বগা,
সবারই সেই একটাই ভোট
নিজের ভোট তাই সকালেই ছোট্।
কিম্বা একটু সবুর করো
এটা ওটার বায়না ধরো।
খাসির মাংস-সঙ্গে কারণ
জামা-চাদরেও নেই কো বারণ
গ্রাম বাংলায় যে ভোট কেনা
শহর বাজারেও নয় অচেনা।
জল–আলো কিম্বা ফ্ল্যাটের ভাড়া
ভোট পাবে, কিন্তু চাইছে ছাড়া,
আরো অনেক সুযোগ দেবে
ব্যালট বাক্সেই ফলটি পাবে!
ব্যস, কি মজার খবর,
ভোট দেব 'তা' করেছে যে ভর।
গায়ক নায়ক অভিনেত্রী–জাদুকর
ভোটের বাজারে এদেরই দরকার ?
ফুটবলার কিম্বা মহা বিদ্বজন
ঘোলা জলেই চলে আপনজন!
নেতা নেত্রীর পেছন পেছন --
শিল্পের শিল্পী হবে বিক্রি এখন
মায়া-মমতা–ব্রাত্য এখানে
এ রাজনীতি কি হৃদয় টানে ?
সবুজ লাল গেরুয়া নীল
সব চরিত্রে কি মিল - কি মিল !
ধূষর মনের আমরা যাচি
আশার চাষা একই আছি
রাজা যায় রাণীই আসে
কথায় ফানুস আকাশেই ভাসে।
সত্যি কও'না মোদি –
তোমরাই কিনবে গদি ?
গদি পেলে বদলে যাবে
সোনার ভারত ফেরত দেবে !
কাঁঠালের আমসত্ত্ব ছাড়া কি
লন্ডন সাজিয়ে দিচ্ছো নাকি ?
ওরে ও' আমার মিতা
আমাদের এরাই নেতা ?
এরাই বসবে কুর্শি পরে
দেশ চালাবে মিথ্যের ভরে।
ভাবলে আবার বিপদ হবে
দেয়াল - দালানে লেখা রবে
অবসে আগে বার বার
হোগী কেবল আপনী সরকার।।

ভোট প্রচার ..... (১ পাতার পর)

চলে যাক – বিশেষ করে গঙ্গার পশ্চিম তীরে। লড়বার কোন প্রকার মানসিকতা না থাকা বি.জে.পি কোন্দলে ব্যস্ত। সংগঠন না থাকলেও শহর এলাকায় ও কিছু গ্রামে নাই নাই করে সবার ঘর ভেঙ্গে ৮০–৮৫ হাজার পৌঁছতে পারে। সব মিলিয়ে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে।

আজকে চৈত্রমাস

শীলভদ্র সান্যাল

চড় বড়াবড় বাদ্যি বাজে গাজনতলার হাটে
ভস্ম–মাখা ওই নটরাজ শিবের জটা দোলে
অধর রাঙা ক'রে উমা পেছন পেছন হাঁটে
তোমার–আমার মধ্যে কখন পড়ল প্রেমের ফাঁস
বাসন্তী রঙ ফাগ ছড়ানো আজকে চৈত্রমাস।

চড়ক পুজোয় বাঁশের ডগায় দুনিয়া দিচ্ছে পাক
সোজা দেখায় উল্টো এবং উল্টো দেখায় সোজা
বাগান দিয়ে ছুটল খোকা, বাজছে কোথায় ঢাক
কোথা থেকে অশোক–পলাশ গন্ধ করে লুঠ
আউল–বাউল হাওয়ায় কোকিল ডাক ছাড়ে দল ছুট !

বাবুর বাড়ি মেড়া–পোড়া। পুঁথির পাতে ঢেড়া।
শ্রীমতীদের সঙ্গে কালা আজও তো রং খেলে !
হোলি হ্যায় ! আজ বাবুজি! ছ্যারা–রা–রা–রা–রা !
ভোলা মহেশ্বরের চোখেও লাগল কি সেই ঘোর ?
কদম বনের গন্ধ আনে সে কোন্ গন্ধ–চোর ?

রোদের চুমোয় মঞ্জরীতে ফুটছে আমের বোল
আলতা পায়ে চোত–লক্ষী পেতে বসেন পিঁড়ে
তেল–কাজলে খোকায় আমার একটু মা দিস্ কোল
পাতায়–পাতায় চাঁদের কণা ওই পেতেছে আড়ি
পুণ্যি মাসে লক্ষী–পেঁচা আয় আমাদের বাড়ি।

তোতন–পাপাই ছুটল কোথায় কালবোশেখীর ঝড়ে?
আগান–বাগান জুড়ে পড়ে আম কুড়াবার ধুম
বাসন্তী–মা ! সিঁদুর দিলেম তোমার চরণ–'পরে।
পাঁচ রকমের ফল দিয়েছি কলসি পেতে পাখা
চোত সংক্রান্তিতে তাঁদের একটু মনে রাখা !

নীলের পুজো। রামনবমী। আজকে চৈত্রমাস!
গণেশ বাবার পায়ের কাছে নতুন বাঁধাই খাতা!
নবরত্ন তেলে ইয়ার, রহোনা বিন্দাস
বাজার–হাটে কলকলানি, হায়রে কী খিটকেল
পাল্লা দিয়ে সবাই হাঁকে – সেল–সেল–সেল।।

বোমা উদ্ধার ..... (১ পাতার পর)

উদ্ধার করে ৭ এপ্রিল। ঐ এলাকার ডোবাপাড়ার একজনের বাড়ীর পায়খানার প্রাচীরের পাশ থেকেও ২ এপ্রিল ২০০ বোমা উদ্ধার হয়। সিপিএমের অভিমত, কংগ্রেসের ইলু চৌধুরীর মদতে ভোটে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করতে বোমা মজুত রাখা হয়। আরো জানা যায়, সেকেন্দ্রা ও গিরিয়া অঞ্চলে বর্তমানে সিপিএমের প্রভাব জিরো। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী পর্যন্ত দিতে পারেনি তারা। বর্তমানে রুলিং পার্টির দাপটে তৃণমূল কংগ্রেস কিছু ভোট কাড়লেও বাকী সব ভোট কংগ্রেসের ঘরে এ ধারণা এলাকার অভিজ্ঞ মহলের।

জলকষ্ট ..... (১ পাতার পর)

পাচ্ছে। পাশাপাশি এলাকার চারপাশের খরার ধান বাঁচাতে স্যালো মেশিনে প্রায় সময়ই জল উত্তোলন চলছেই। রঘুনাথগঞ্জ থেকে ১নং ব্লকের গ্রামগুলোতে জল সরবরাহ চালু থাকলেও মির্জাপুর এলাকায় সব জায়গায় ঐ জল আসে না। পার্শ্ববর্ত্তী খোজারপাড়া, গণকর, পাঁচনপাড়া, ধলো, বাগপাড়া, পশই ইত্যাদি গ্রামের মানুষ ঐ জলের স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন বলে খবর। জল ও বিদ্যুতের দাবীতে তিতিবিরক্ত ঐ এলাকার মানুষ ২ এপ্রিল পঞ্চায়েত দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, মির্জাপুর গার্লস হাই স্কুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। কারণ নাকি পানীয় জলের অভাব। স্কুলের জল উত্তোলন মোটর বিকল। টিউবওয়েলও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো। জঙ্গিপুর পৌরসভার গাড়ীতে পানীয় জল সরবরাহের কথা উঠলেও তা কার্যকর হয়নি। ২৮ ও ২৯ মার্চ অসম্পূর্ণ স্কুল চললেও ১ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। ঐদিন স্কুলে গিয়ে মেয়েরা ঘুরে আসেন।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।